খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় রণক্ষেত্রে

ছাত্র-শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষে আহত ৫০ : হল বন্ধ

খুলনা ব্যুরো

বাস কাউন্টারে শ্রমিকদের সঙ্গে ছাত্রের সামান্য কথা কাটাকাটির মতো তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল দিনভর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ছাত্র-শ্রমিক এবং ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে প্রায় অর্ধশত ছাত্র আহত হয়। ছাত্রদের ছোড়া ইটপাটকেলের আঘাতে ১০ শ্রমিক ও ১০ পুলিশ আহত হয়। ক্ষুব্ধ ছাত্র পুলিশের একটি এম্বুলেন্সসহ ১০টি বাস এবং মাইক্রোবাস ভাঙচুর করে অবরোধ করে খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়ক। পুলিশ হানিফ কাউন্টারের ম্যানেজারসহ তিনজনকে আটক করে।

ছাত্ররা অভিযোগ করে জানায়, গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনালে হানিফ কাউন্টারে ছাত্র-শ্রমিক বসচার সময় শ্রমিক নেতা বিপ্লব সেখানে এসে ছাত্রদের ওপর হামলার নির্দেশ দেয়। তার নির্দেশে শত শত শ্রমিক ছাত্রদের বুকে অস্ত্র ঠেকিয়ে বেধড়ক মারধর করে ছেড়ে দেয়। এ ঘটনা রাতেই অন্য ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে রাত ২টার দিকে শত শত ছাত্র হল থেকে বেরিয়ে এসে সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনালে গিয়ে বিভিন্ন কাউন্টার রণক্ষেত্র : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৮

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবং বাসে হামলা চালায়। এসময় ১০ শ্রমিক আহত হয়। পুলিশ ছাত্রদের বাধা দিলে ক্ষুব্ধ ছাত্ররা সোনাডাঙ্গা থানা এবং গল্লামারী পুলিশ বক্সে হামলা চালায়। এসময় পুলিশ তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে ফের ছাত্রদের ধাওয়া দিলে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এসে অবস্থান নিয়ে খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়ক অবরোধ করে। ছাত্র, শ্রমিক এবং পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনালে হানিফ পরিবহনের কাউন্টারে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার ছাত্র শ্রমিকদের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনার জের ধরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। রাতভর নগরীর একাধিক স্থানে পুলিশ-শ্রমিক বনাম ছাত্রদের সংঘর্ষে বিভিন্ন স্থানে
ণ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর হয়। আহত হয়
শতাধিক ছাত্র। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ
ত্তজনা ছড়িয়ে পড়ে খুলনার অন্যান্য শিক্ষা
ষ্ঠানেও। ক্ষুব্ধ ছাত্ররা হামলাকারী বাস
কদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও
ন্তিমূলক শাস্তি, সোনাডাঙ্গা থানার
প্রাপ্ত কর্মকর্তার অপসারণ এবং
াসনের নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনার দাবিতে
বার ভোর থেকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের
নে খুলনা-সাতক্ষীরা সড়ক অবরোধ
। দুপুর ১২টার দিকে পুলিশ নতুন
ার মোড়ে ছাত্রদের অবরোধ তুলে দিতে
ল সেখানে ছাত্ররা পুলিশের প্রতি
াটকেল নিক্ষেপ করে। ইটের আঘাত
য় পুলিশও পাল্টা একশনে যায়। এসময়
শের হাতে আন্দোলনরত ছাত্ররা
ড়ক মারধরের শিকার হয়ে সাত ছাত্র
তর আহত হয়। পুলিশের একশনে ৩০
টের বেশি টিকতে না পেরে ছাত্ররা
্পাসের ভেতর আশ্রয় নেয়। পরে দুপুর
টার দিকে ফের ছাত্ররা সংর্ঘষে জড়িয়ে
। সংঘর্ষে পুলিশ বেশকয়েকটি
রসেল ও ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে। প্রায়
ব্যাপী সংঘর্ষ চলার পর পুলিশ প্রশাসন
দের তিনদফা দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস
পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়। এ সংঘর্ষে
অর্ধশত ছাত্র ও ১০ জন পুলিশ আহত
আহত ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ
াতালে ভর্তি করেছে।
বদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিকেল ৩টার দিকে
ছাত্র হল খালি করার নির্দেশ দিলে
রা হলত্যাগ শুরু করে। তবে খানজাহান
হলের কিছু ছাত্র হল ত্যাগ করতে
কার করে। তবে সন্ধ্যা নাগাদ ছাত্ররা
ত্যাগ করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ
ার তদন্তে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি
টি গঠন করেছে।
বদ্যালয়ের ছাত্ররা জানায়, বৃহস্পতিবার
সাড়ে নয়টার দিকে পরিবেশ বিজ্ঞানের
বর্ষের ছাত্র রাকিব, ম্যাথমেটিকসের
আসাদ, ইংলিশ ২য় বর্ষের ছাত্র আতিক
ম্যাথমেটিকস ২য় বর্ষের ছাত্র মারুফ
র যাওয়ার উদ্দেশে সোনাডাঙ্গা বাস
নালে হানিফ কাউন্টারে যায়। সেখানে
থেকেই তাদের টিকেট কাটা ছিল।
কম্পিউটারসহ আরও কিছু জিনিসপত্র
বাসে উঠতে চাইলে বাস শ্রমিকরা বেশি
দাবি করে। এতে ছাত্রদের মধ্যে
জনা দেখা দেয়। এক পর্যায়ে বাস
ক এবং ছাত্ররা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।